



37643 - রোযার নয়িত উচ্চারণ করা বদিআত

প্রশ্ন

ইন্ডিয়াতে আমরা রোযার নয়িত করি এভাবে: "আল্লাহুম্মা আসুমু জাদ্দান লাকা ফাগফরি লিমা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু" আমি জানি না এর অর্থ কী? কনিতু, এভাবে নয়িত করা কি সহি? যদি সহি হয়, তাহলে আশা করি আপনারা আমাকে এর অর্থ জানাবেনে কিংবা কুরআন বা সুন্নাহ থেকে সহি নয়িতটা জানাবেনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানের রোযা কিংবা অন্য কোন ইবাদত নয়িত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হচ্ছ: "আমলসমূহ নয়িত দ্বারা হয়ে থাকে। আর প্রত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত করে সেটাই তার প্রাপ্য..."[সহি বুখারী (১) ও সহি মুসলিম (১৯০৭)]

নয়িতের ক্ষেত্রে শরত হল: রাত থাকতে ও ফজরে আগেই নয়িত করা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি ফজরে আগে রোযার নয়িত পাকাপোক্ক করেনি তার রোযা নহে"।[সুনানে তরিমযি (৭৩০)] আর সুনানে নাসাঈ (২৩৩৪)-এর ভাষ্য হচ্ছ- "যে ব্যক্তি রাতের বেলায় রোযার নয়িত করেনি তার রোযা নহে"।[আলবানী সহিহুত তরিমযি গ্রন্থে (৫৮৩) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

নয়িত হচ্ছ অন্তরে আমল। মুসলিম ব্যক্তি অন্তরে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নবি যে, আগামীকাল সে রোযা রাখবে। তার জন্যে নয়িত মুখে উচ্চারণ করে "নাওয়াইতু সিয়াম" বা "আসুমু জাদ্দান লাকা" ...ইত্যাদি কিছু মানুষের প্রবর্ততি বদিআতী শব্দাবলী উচ্চারণ করা শরিয়তসম্মত নয়।

সঠিক নয়িত হচ্ছ ব্যক্তি অন্তরে আগামীকাল রোযা রাখার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নয়ো।

তাই শাইখুল ইসলাম (রহঃ) 'আল-ইখতিয়ারাত' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৯১) বলেন: "যে ব্যক্তির অন্তরে উদতি হয়েছে যে, সে আগামীকাল রোযাদার সেই নয়িত করছে।"[সমাপ্ত]

আল-লাজনাহ আদ-দায়মিককে প্রশ্ন করা হয়েছে:



রমযানরে রযো রাখার নয়িত করার পদ্ধতি কভিবে?

জবাবে তারা বলনে: রযো রাখার দৃঢ় সদ্ধিধান্ত নয়োর মাধ্যমে নয়িত হয়ে যাবে। প্রতি রাতে রাত থাকতই রযোর নয়িত করতে হবে।[ফাতাওয়াল লাজ্নাদ্ দায়মি (১০/২৪৬)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।